১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং -৫৯ মূলে জারীকৃত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আইন বাংলা ভাষায় রূপান্তর ও যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রনীত আইন।

যেহেতু বিদ্যুৎ উৎপাদন ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি তথা সামগ্রীক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন অব্যাহত রাখা এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৫৯ এর মূলে প্রণীত The Power Development Board Order, 1972 (PO 59 of 1972) বাংলা ভাষায় রূপান্তর ও যুগোপযোগী করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

সেহেতু, এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:- (১) এই আইন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা:- বিষয় অথবা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "বোর্ড (Board)" বলিতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বুঝাইবে;

(খ) "চেয়ারম্যান (Chairman)" বলিতে বোর্ডের চেয়ারম্যান বুঝাইবে;

(গ) "সদস্য (Member)" বলিতে বোর্ডের সদস্য বুঝাইবে;

(ঘ) "সরকার (Government)" বলিতে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বুঝাইবে ;

(ঙ) "ভূমি (Land)" বলিতে State Acquisition and tenancy Act, 1950 (East Bengal Act no. XXVIII of 1951) এ সংজ্ঞায়িত কোন ভূমি বুঝাইবে;

(চ) "নিয়ন্ত্রিত এলাকা (Controlled station)" বলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র বা বোর্ড কর্তৃক কোন বিশেষ সময়ে নির্ধারিত এলাকা সমূহ বুঝাইবে;

(ছ) "শক্তি (Power)" বলিতে পানি বিদ্যুৎ, তাপ বিদ্যুৎ, আনবিক শক্তি, নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তি সহ সকল প্রকার শক্তি অথবা সরকারী গেজেটে জারীকৃত বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত অন্য যে কোন প্রকার বিদ্যুৎ শক্তি ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে ;

(জ) "নির্ধারিত (Prescribed)" বলিতে এই আইনের আওতায় প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে ;

(ঝ) " আন্ডার টেকিং" অর্থ বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি, সঞ্চালন, পরিবহন, মজুতকরণ, বিতরণ বা সরবরাহের কোন স্থাপনা বা উহার অংশ বিশেষ;

(ঞ) "একক ক্রেতা (Single Buyer)" বলিতে সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী বিদ্যুৎ বাল্ক ক্রয় ও বিক্রয়ের একক ক্ষমতা বুঝাইবে;

(ট) "ইকোনমিক লোড ডিসপ্যাচ" বলিতে "মেরিট অর্ডার ডিসপ্যাচ" বিবেচনা করে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ বুঝাইবে;

(ঠ) "আইপিপি" বলিতে "প্রাইভেট পাওয়ার জেনারেশন পলিসি-১৯৯৬" ও "বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০" এর আওতায় স্থাপিত বেসরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বুঝাইবে;

(ড) "ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Rental Power Plant)" বলিতে "প্রাইভেট পাওয়ার জেনারেশন পলিসি-১৯৯৬" এর আওতা বহির্ভূত বেসরকারী ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বুঝাইবে;

(ঢ) "বৃহৎ গ্রাহক (Bulk Consumer)" বলিতে ৩৩ কেভি ও তদূর্ধ্ব কিলো ভোল্ট পর্যায়ের লাইন হইতে বিদ্যুৎ ক্রয়কারী গ্রাহককে বুঝাইবে;

(ণ) "সাবসিডিয়ারি কোম্পানি" বলিতে বোর্ড হইতে সৃষ্ট অথবা সরকারের প্রজ্ঞাপন দ্বারা বোর্ডের অধীনে ন্যাস্ত কোম্পানীসমূহ বুঝাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বোর্ড গঠন এবং উহার কার্যাবলী, ইত্যাদি।

৩। বোর্ড প্রতিষ্ঠা: (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নামে একটি বোর্ড থাকিবে।

(২) বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার চিরস্থায়ী উত্তরাধিকার ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের আওতায় প্রনীত বিধিমালার বিধান সমূহের শর্তে স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন, অধিগ্রহন ও বিলি-বন্টন এর ক্ষমতা থাকিবে এবং বোর্ড মোকাদ্দমা করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মোকাদ্দমা করা যাইবে।

৪। বোর্ডের কার্যালয়:- বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং উহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। বোর্ডের গঠন:- (১) নিম্নবর্ণিত ৭ (সাত) জন সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে যথাঃ

ক) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান, যিনি বোর্ডের সভাপতি হইবেন;

খ) নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ বোর্ডের সার্বক্ষণিক সদস্য হইবেন, যথা:-

১। সদস্য (উৎপাদন)

২। সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

৩। সদস্য (বিতরণ)

৪। সদস্য (কোম্পানি এ্যাফেয়ার্স)

৫। সদস্য (প্রশাসন)

৬। সদস্য (অর্থ)

(২) শুধুমাত্র বোর্ডের কোন পদের শুন্যতা বা বোর্ডের গঠনতন্ত্রে কোন ত্রুটির জন্য বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ বা অকার্যকর গন্য হইবে না।

(৩) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়কালে এবং নির্ধারিত শর্তানুযায়ী চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ স্ব স্ব পদে আসীন থাকিবেন।

৬। বোর্ডের কার্যাবলী:- আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন-

(১) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে;

(২) বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমন্বয় ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিউবো কর্তৃক নির্ধারিত ইকোনমিক লোড ডিসপ্যাচ সিডিউল অনুযায়ী মেরিট অর্ডার বাস্তবায়নে বিউবো তদারকি করিবে;

(৩) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড একক ক্রেতা হিসেবে সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সংস্থা/ কোম্পানী/ আইপিপি/ ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা ব্যক্তি হইতে বিদ্যুৎ ক্রয় এবং বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন সংস্থা/ কোম্পানি/ বৃহৎ গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয় করিবে;

(৪) বোর্ড সরকারের নীতিমালা অনুসারে গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয় করিবে;

(৫) বিউবো একক ক্রেতা হিসেবে রিজিওনাল পাওয়ার মার্কেটে সরকারের প্রতিণিধি হিসাবে আন্তঃদেশীয় বিদ্যুৎ বানিজ্যে অংশগ্রহণ করিবে;

(৬) সামগ্রিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য সাব সিডিয়ারী কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে শেয়ার অনুযায়ী বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত থাকিবে;

(৭) বোর্ড ইহার নিজস্ব নীতিমালা ও দেশের প্রচলিত নিয়ম-নীতির আলোকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন ব্যবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে দেশী বা বিদেশী সংস্থার সাথে যৌথ মালিকানায় কোম্পানী গঠনের ক্ষমতা রাখিবে।;

(৮) এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য, বোর্ড যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে

পারিবে;

(৯) জনস্বার্থে সরকারের অনুমোদনক্রমে বোর্ড সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ কাজের মান ও বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতির মান নির্ধারণ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতি সহজীকরণ করিতে পারিবে;

(১০) সরকারের অনুমোদনক্রমে লাইসেন্সির মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রকে বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীন কেন্দ্র ঘোষণা এবং অতঃপর ঐরূপ কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কর্তৃত্ব বোর্ডের উপর বর্তাইবে;

(১১) বোর্ড সমগ্র বাংলাদেশ অথবা ইহার অংশ বিশেষের জন্য নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ের উপর স্কীম /প্রকল্প গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত নীতিমালা প্রনয়ন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে, যথা:-

(ক) বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয় ,সঞ্চালন এবং বিতরণ;

(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ, পরিচালন ও সংরক্ষণ ;

(গ) আন্তঃদেশীয় বিদ্যুৎ বানিজ্য (আমদানী ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য);

(ঘ) ইহার আওতাধীন বা সরাসরি আওতাধীন নয় এমন সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরন সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানি সমুহের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

(১২) বোর্ড সরকারের অনুমোদনক্রমে যে কোন স্কীম /প্রকল্প বাস্তবায়ন অথবা কারিগরী তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে;

(১৩) বোর্ড স্কীম /প্রকল্প এর যথাযথ বাস্তবায়নের প্রয়োজনে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি স্থাপন ও নির্মাণ করিবে;

(১৪) বোর্ড প্রশিক্ষণ, কল্যাণ, গবেষণা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান, শাখা, অবকাঠামো ইত্যাদি স্থাপন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

(১৫) বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে সরকার ও অন্যান্য সংস্থা বা ব্যাক্তির নিকট হইতে অর্থ, মঞ্জুরি, সম্পদ, সম্পত্তি, স্থাপনা, ইত্যাদি ঋণ, দান ও অনুদান গ্রহণ করিবে।

(১৬) বোর্ড বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি প্রস্তুত, মেরামত, পরীক্ষাকরন ল্যাব ও রক্ষণাবেক্ষণ, অবকাঠামো নির্মাণ,ব্যবসায় অংশগ্রহণ এবং তার অধীনে কোম্পানি/যৌথ কোম্পানি (Joint Venture) গঠনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালন ও এতদসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(১৭) বোর্ড ক্রয়, ইজারা, বিনিময় অথবা ভূমি হইতে প্রাপ্ত আয় এবং বিক্রয় লব্ধ আয় অথবা এইরূপ ভূমি অথবা অনুরূপ ভূমি হইতে প্রাপ্ত যে কোন আয় করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
বোর্ডের সভা, ইত্যাদি।

৭। চেয়ারম্যান ও সদস্যের কার্যাবলী:- (১) চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি, এই আইন ও তদধীন প্রনীত বিধিনুসারে বোর্ডের প্রশাসন সহ আনুষাঙ্গিক বিষয়াবলী পরিচালনা করিবেন।

(২) বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যগন ‘ বোর্ড ’ অথবা ‘সরকার ’ তাহাদের উপর যেইরূপ ক্ষমতা অর্পণ করিবে তদানুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

৮। বোর্ডের সভা:- (১) বোর্ডের সভা সমূহ নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত/নির্দিষ্ট সময়ে ঐ স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে ;

শর্ত থাকে যে, অনুরূপ পদ্ধতি ছাড়াও বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রয়োজন বোধে সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(২) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের নির্ণায়ক বা দ্বিতীয় ভোট থাকিবে;

(৩) যদি কোন কারণে চেয়ারম্যান সভায় উপস্থিত থাকিতে না পারেন সেইক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;

(৪) বোর্ড প্রতি সপ্তাহে ১ (এক) বার সভায় মিলিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
চুক্তি, ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি।

৯। **চুক্তি**:- (১) বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়নে সরকারের সম্মতিক্রমে বোর্ড দেশি-বিদেশি সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে-

(২) এইরূপ চুক্তিতে বোর্ডের পক্ষে বোর্ড সচিব অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য বা কর্মকর্তা স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

১০। **ঋণ গ্রহনের ক্ষমতা:** অন্য আইনে যাহাই থাকুক না কেন এই আইনের আওতায় বোর্ড ইহার কার্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে যে কোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা দেশী বা বিদেশী যে কোন বৈধ উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়
সাবসিডিয়ারি কোম্পানী, ইত্যাদি

১১। **সাবসিডিয়ারি কোম্পানি।**— (১) সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় গঠিত বা গঠিতব্য বিভিন্ন কোম্পানী বোর্ডের সাবসিডিয়ারী কোম্পানী হিসাবে গণ্য হইবে;

(২) বোর্ড সাবসিডিয়ারি কোম্পানি সমুহের দক্ষতা ও পরিকল্পনা বিষয়ে পর্যবেক্ষণ, পরামর্শ, ইত্যাদি প্রদান করিতে পারিবে;

(৩) কোম্পানি সমূহ প্রয়োজনে বোর্ডের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট সার্ভিস গ্রহণ করিবে, এর বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি সার্ভিস চার্জ প্রদান করিবে;

(৪) পিও ৫৯, ১৯৭২ দ্বারা সৃষ্ট বোর্ডের স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ এর মালিকানা বোর্ডের অধীনে থাকিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
তহবিল, হিসাব নিরীক্ষা, ইত্যাদি।

১২ । **তহবিল**:- (১) এই আইনের আওতায় বোর্ডের কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব তহবিল থাকিবে এবং নিম্নোক্ত উৎস হইতে বোর্ডের তহবিল গঠিত হইবে, যথা:

(ক) সরকারের অনুদান;

(খ) সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঋণ;

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(ঘ) সরকারের দায়িত্বে (Under the Authority of the Government) জারীকৃত বন্ড বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(ঙ) সরকারের বিশেষ বা সাধারন অনুমোদনক্রমে বোর্ড কর্তৃক প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ, অনুদান অথবা সাহায্য;

(চ) বিদ্যুৎ বিক্রয়লব্ধ অর্থ ;

(ছ) শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(জ) বোর্ড কর্তৃক অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ ;

(২) বোর্ড উহার তহবিল সাব-সিডিয়ারী কোম্পানিসহ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

১৩ । **বাজেট**:- (১) বোর্ড প্রতি বৎসর নির্ধারিত তারিখে নির্দিষ্ট ফর্মে প্রাক্কলিত বাজেট সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে;

(২) বোর্ড তার আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে ব্যয় সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে;

১৪। **হিসাব ও নিরীক্ষা**:- (১) বোর্ড সরকার কর্তৃক সাধারণভাবে জারীকৃত নির্দেশানুযায়ী এবং নির্ধারিত ফরমে যথাযথ, পূর্ণাঙ্গ এবং সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করিবে;

(২) সরকারের অনুমোদিত নিরীক্ষকগণ কর্তৃক বোর্ডের বার্ষিক হিসাবের বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা কার্য সম্পাদিত হইবে;

(৩) সরকার কর্তৃক কোন নিরীক্ষক নিয়োজিত না হইলে বোর্ডের হিসাব যেভাবে নির্ধারিত হইবে সেই পদ্ধতিতে কম্পট্রোলার এবং

অডিটর জেনারেল, বাংলাদেশ (মহা-হিসাব নিরীক্ষক) কর্তৃক প্রতি বৎসর হিসাব নিরীক্ষিত হইবে;

(৪) বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিবার জন্য সরকার যে কোন বৎসরে এক বা একাধিক নিরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে তবে শর্ত থাকে যে, ইতোপূর্বে এই উপধারায় যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক স্বেচ্ছায় অথবা সরকারের নিকট হইতে এতদ্বিষয়ে প্রাপ্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে, প্রয়োজনানুযায়ী ঐরূপ সময়ে বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং ঐরূপ নিরীক্ষার সময়ে মহা-হিসাব নিরীক্ষক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বোর্ড যাচিত হিসাব বিররণী, সংশ্লিষ্ট দলিলাদি, প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা এবং তথ্যাদি উপস্থাপন করিবে;

(৫) উপধারা (৪) এর আওতায় সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত নিরীক্ষককে সরকারের এবং বোর্ডের ঋণদাতাদের স্বার্থ সংরক্ষণ অথবা বোর্ডের নিরীক্ষণ সংক্রান্ত পদ্ধতির পর্যাপ্ততার বিষয়ে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য যে কোন সময়ে সরকার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিব, এবং সরকারের স্বার্থ সংরক্ষনের প্রয়োজন অনুভূত হইলে যে কোন সময়ে নিরীক্ষা কাজের পরিধির ব্যপ্তি বা বৃদ্ধি অথবা নিরীক্ষা কাজের বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ অথবা অন্য যে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিরীক্ষক অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি সম্পাদন করিতে পারিবেন;

(৬) মহা-হিসাব নিরীক্ষক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত এই বিষয়ে কোন কর্মকর্তা অথবা উপধারা (৪) অনুযায়ী নিয়োগ প্রাপ্ত নিরীক্ষককে নিরীক্ষাকালে তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী বোর্ড উহার হিসাব বিবরণী, নথিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা এবং তথ্যাদি সবরাহ করিবে ;

(৭) মহা-হিসাব নিরীক্ষক অথবা উপধারা (৪) অনুযায়ী নিয়োগ প্রাপ্ত নিরীক্ষক সরকারের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং উহাতে তাহার মতে বোর্ডের হিসাব সমূহ যথাযথ ভাবে প্রনীত কি-না এবং তৎকর্তৃক যাচিত কোন ব্যাখ্যা অথবা তথ্যাদি যাহা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে উহা সন্তোষজনক কি-না তাহা নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হইবে ;

(৮) নিরীক্ষা পর্যবেক্ষনে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের প্রেক্ষিতে সংশোধনের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক জারীকৃত যে কোন নির্দেশ বোর্ড আবশ্যকীয় ভাবে প্রতিপালন করিবে;

(৯) সরকারের চাহিদানুযায়ী সময়ে সময়ে বোর্ড সরকারের নিকট আয়-ব্যয়ের হিসাব (**Return**), প্রতিবেদন এবং বিবরণী সমূহ পেশ করিবে;

(১০) আর্থিক বৎসরের শেষে যথাশীঘ্র সম্ভব বোর্ড মহা-হিসাব নিরীক্ষক অথবা উপধারা (৪) অনুযায়ী কোন নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত ঐ বৎসরের হিসাব বিবরণী তৎসহ ঐ বৎসরের কার্যাবলীর সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য একটি বিবরণী সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য একটি প্রস্তাব সরকারের নিকট দাখিল করিবে;

(১১) মহা-হিসাব নিরীক্ষক অথবা উপধারা (৩) অনুযায়ী প্রাপ্ত নিরীক্ষিত হিসাব এবং বার্ষিক বিবরণীর অনুলিপি গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হইবে এবং জাতীয় সংসদে উহা উত্থাপন করা হইবে।

(১২) বোর্ড তার নিয়ন্ত্রনাধীন দপ্তর ও সাব-সিডিয়ারী কোম্পানী সমুহের প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করিবে।

১৫। ট্যারিফ প্রস্তাবঃ- বোর্ড বিদ্যুৎ বিক্রয়ের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের নিকট ট্যারিফ প্রস্তাব পেশ করিবে , তবে ট্যারিফ প্রস্তাব পেশ করিবার সময় বোর্ড লক্ষ্য রাখিবে বিদ্যুৎ বিক্রয় হার যাহাতে পরিচালন ব্যয়, সুদের দায় এবং সম্পদের অবচয়, অবচয়ের আওতা বহির্ভূত ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ এবং কর পরিশোধের পরও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের জন্য ইকুইটির উপরে যুক্তিসঙ্গাত প্রতিদান পাওয়া যায়।

১৬। পাওনা অর্থ আদায়ঃ- এই আইনের অধীনে কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বোর্ড যে কোন পরিমান অর্থ পাওনা থকিলে উহা "Public Demands Recovery Act, 1913" (Ben. Act III of 1913) অথবা এতদসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় আদায়যোগ্য হইবে।

সপ্তম অধ্যায়
নিয়োগ, ক্ষমতা, ভূমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি।

১৭। উপদেষ্টা ও পরামর্শক নিয়োগ:- (১) সরকার বোর্ডের কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ে দক্ষ কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, পরামর্শক এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৮। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ:- (১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে বোর্ড প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

(২) বোর্ড তাহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রয়োজনে অন্য সংস্থায় প্রেষণে/লিয়েনে ন্যস্ত করিতে পারিবে একই ভাবে অন্য সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মজচারীকে নিজ দপ্তরে প্রেষণে/লিয়েনে নিযুক্ত করিতে পারিবে।

১৯। ক্ষমতা অর্পণ:- বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত ক্ষমতা, সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, বোর্ডের চেয়ারম্যান অথবা যে কোন সদস্য বা কর্মকর্তাকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন বোর্ডের যে কোন দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

২০। ভূমি অধিগ্রহণ:- (১) এই আইনের আওতায় বোর্ডের কোন স্কিম/প্রকল্প বাস্তবায়ন অথবা অন্য কোন কারণে স্থায়ীভাবে অথবা অস্থায়ীভাবে ভূমির প্রয়োজন হইলে উক্ত ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) অনুযায়ী জনস্বার্থে অধিগ্রহণ/হুকুমদখল করা যাইবে;

(২) বোর্ডের চেয়ারম্যান অথবা তদকর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যথাসময়ে জমির স্কিম/প্রকল্প মালিককে নোটিশ প্রদানপূর্বক কোন স্কীম প্রনয়নের প্রয়োজনে বা অন্য যে কোন প্রয়োজনে ভূমি জরিপ, প্রস্তাবিত লাইন নির্মাণকল্পে খুঁটি স্থাপন, ভূমি ভরাট এবং খনন কাজের জন্য ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারিবে; শর্ত থাকে যে, এই উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা এইরূপ পদ্ধতিতে প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে উক্ত মালিকের ভূমির ন্যূনতম ক্ষতিসাধিত হয়। এই ক্ষেত্রে বোর্ড ভূমির মালিককে বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর বিধান মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ।

২১। বিধি প্রনয়নের ক্ষমতা:- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা:- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও তদধীন প্রনীত বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। জনসেবক:- বোর্ডের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ The Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর ধারা ২১ এ "public servant" (জনসেবক) অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে "public servant" (জনসেবক) হিসেবে গন্য হইবে।

২৪। জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস:- আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের সহিত সংশ্লিষ্ট বোর্ডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকরি Essential Services (Maintenance) Act, 1952 (Act No. LIII of 1952) অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস হিসাবে ঘোষণা করা যাইবে।

২৫। জমিক্রয়/গৃহ নির্মাণ ঋণ, ইত্যাদি:- এই আইনের আওতায় বোর্ড তাহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/গাড়ি ঋণ সুবিধা ইত্যাদি প্রদান ও এতদসংক্রান্ত বিধি , প্রবিধি, নীতিমালা প্রনয়ন করিতে পারিবে।

২৬। রহিতকরন ও হেফাজত:- (১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে The Power Development Board Order, 1972 রহিত হইবে।

(২) উক্ত আইন রহিত হওয়া সত্ত্বেও-

(ক) উক্ত আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত ব্যবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) উক্ত আইনের অধীনে প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ, জারিকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারিকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) উক্ত আইন দ্বারা উহার অধীনে আরোপিত কোন কর বা ফিস বা অন্য কোন পাওনা, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে অনাদায়ী থাকিলে, উহা উক্ত আইন অনুযায়ী আদায় করা হইবে এবং কোন বিষয় অনিষ্পন্ন থাকিলে তাহা উক্ত আইন অনুযায়ী এমনভাবে নিষ্পন্ন

হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

২৭। ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি:- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English text). প্রকাশ করিবে।

(২) এই আইনে বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

মাকসুদা খন্দকার
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়